ছাত্রলীগ সম্মেলন

প্রথম নির্বাচিত নেতৃত্ব

সম্মেলন মঞ্চে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও ছাত্রলীগের বিদায়ী সভাপতি বাহাদুর বেপারী

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য**

ছাত্রলীগের ৫৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম কাউন্সিলরদের ভোটে নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে। ছাত্রলীগ সভাপতি পদে ১২০৪ ভোট পেয়ে লিয়াকত শিকদার ও ৬৫৪ ভোট পেয়ে নজরুল ইসলাম বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে। সাপ্তাহিক ২০০০, ২৯ মার্চ সংখ্যায় ছাত্রলীগের সম্মেলনের ওপর প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ছাত্রলীগের সম্ভাব্য সভাপতি লিয়াকত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুকে উল্লেখ করা হয়। তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা, মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের মাঝে তাদের অবস্থান, চলমান রাজনীতির গতিধারা, বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত আওয়ামী লীগ নেতাদের ইচ্ছা, গ্রুপিং, লবিংয়ের ধরন বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। প্রতিবেদনে গঠনতন্ত্রের ২০(খ) ধারায় নির্বাচনের বাধ্যবাধকতার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়। মূলত এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবার পর ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে প্রতিবেদন সম্বন্ধে। প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কাউন্সিলরদের ভোটে নেতৃত্ব নির্বাচনের কথা ভাবেন, ঘোষণাও দেন। মহানগর নাট্যমঞ্চে কাউন্সিলররা ৩ এপ্রিল সারা রাত ধরেই ভোট দেয়। সকালে নির্বাচন কমিশনারের চেয়ারম্যান সুজিত রায় নন্দী ফলাফল ঘোষণা করেন।

সভাপতি লিয়াকত সিকদার

সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু

গঠনতন্ত্র : আনা হয়েছে সংশোধন

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের জন্ম। কয়েকজন প্রগতিশীল ছাত্র মিলে তখন গড়ে তোলে ছাত্রলীগ। শিক্ষা, শান্তি, প্রগতির মন্ত্রে ছাত্রলীগের যাত্রা শুরু হয়। ছাত্রলীগ '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, সর্বোপরি '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে রেখেছে অগ্রণী ভূমিকা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ছাত্রলীগ আদর্শগতভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। '৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ছাত্রলীগের রাজনীতিতে বড় ধরনের আঘাত আসে। অসংখ্য নেতা-কর্মী জেলে যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সামরিক সরকার-বিরোধী আন্দোলন করে ছাত্রলীগ আবারও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ছাত্রলীগের দীর্ঘমেয়াদী পথ পরিক্রমায় গঠনতন্ত্র অনেক ধারাই মানা হয়নি। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গঠনতন্ত্র পরিবর্তন হয়নি। ৯২ সালের ১১ মে ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে সর্বশেষে সংশোধন আনা হয়। তখন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ইকবালুর রহিম ইকবাল। সভাপতি মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন হাসান চৌধুরী।

ছাত্রলীগের মূল ঘোষণাপত্র ১৯৫৪ রচিত হয়। ১৯৬৩ সালে মূল ঘোষণাপত্রের আলোকে গঠনতন্ত্র রচিত হয়। দেশ স্বাধীনের পর প্রাদেশিক ছাত্র সংগঠন থেকে জাতীয় ছাত্র সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগ আত্মপ্রকাশ করে। একবার '৭২ সালে প্রথম গঠনতন্ত্র নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়। পরে '৭৬ সালের কাউন্সিলে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। এ কাউন্সিল অধিবেশনে মূলত গঠনতন্ত্রের ১১ নং ধারায় সংশোধন আনা হয়েছে। এর ফলে ১০১-এর স্থলে ২০১ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কার্যকর সংসদ হচ্ছে। সংশোধিত নতুন কাঠামোতে সহসভাপতি আগের ১৩ জনের বদলে ২১ জন, যুগ্ম সম্পাদক ২-এর বদলে ৬, সাংগঠনিক সম্পাদক ১-এর স্থলে ৬, সম্পাদক ১৩-এর স্থলে ১৫, সহ-সম্পাদক ২৫-এ উত্তরণ করা হয়েছে। বাকি ১২৬ জনকে সদস্য করা হয়েছে। ধর্ম ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক দুটো সম্পাদকীয় পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ছাত্রলীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দুই হাজার কাউন্সিলর এ সংশাধন অনুমোদন করেন।

গঠনতন্ত্র সংশোধনের কারণ প্রসঙ্গে বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন ২০০০কে বলেন, 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পার্টির পরিধি বেড়েছে। যুগের নতুন চাহিদা এসেছে। তাই ছাত্রলীগের আগামী দিনে চলমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। এ কারণে সংগঠনের সাধারণ নেতা-কর্মীদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাউন্সিলের মাধ্যমে সংশোধনী আনা হয়েছে'। তিনি ছাত্রলীগের এ সম্মেলন সফল অভিহিত করে বলেন, পল্টনে বিশাল সভা প্রমাণ করেছে নির্যাতন করে অর্ধ শতাব্দীর রাজপথের সংগ্রামী সংগঠন ছাত্রলীগের গতিরোধ করা যাবে না।

সম্মেলন : নির্বাচনে নেতা

পহেলা অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভরাডুবিতে ছাত্রলীগে তীব্র প্রভাব পড়ে। নির্বাচনের রাতে ফলাফল আঁচ করতে পেরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ছাত্রলীগ ক্যাডার, নেতা-কর্মীরা বের হয়ে আসে। দখল নেয় ছাত্রদলের ক্যাডাররা, এলাকা ছাড়া হয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ। বর্তমান সারা দেশে ছাত্রলীগের আট হাজার নেতা-কর্মী জেলে আছে বলে ছাত্রলীগ দাবি করছে। নির্বাচনের পর ৪২ জন ছাত্রলীগ নেতা নিহত হয়েছে। সারা দেশে ছাত্রলীগ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সংগঠনকে আবারও গতিশীল করতে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

৩ এপ্রিল সকাল থেকেই দেশের প্রত্যন্ত জনপদ থেকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ভিড় জমাতে থাকে পল্টনে। মিছিলের পর মিছিল আসতে থাকে। মুখরিত হয় শ্লোগানে– আমরা সবাই ছাত্রলীগ, নেতা মোদের শেখ মুজিব। বাংলাদেশের ইতিহাস, ছাত্রলীগের ইতিহাস। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। দুপুর ১২টায় সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হন শেখ হাসিনা। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন। বাহাদুর বেপারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন সভায় সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম, সাহাবুদ্দীন ফরাজি বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, অশিক্ষিত নেতৃত্বের ফল যে কতো খারাপ বাংলাদেশের মানুষ তা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের তিনি আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি সঠিকভাবে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, পরীক্ষার তিন-চার মাস আগেই সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে তোমাদের লেখাপড়া করতে হবে। ভালোভাবে পাস করতে হবে। বেশি করে বই পড়তে হবে। বই পড়া ছাড়া বড় মনের মানুষ হওয়া যায় না।

সন্ধ্যায় গুলিস্তানের নাট্যমঞ্চে কাউন্সিল শুরু হয়। কাউন্সিলে বিভিন্ন জেলার নেতারা তাদের এলাকার নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন। কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে গঠনতন্ত্রের সংশোধনী অনুমোদন হয়। রাত ৯টায় ঘোষণা দেয়া হয়, নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচিত হবে। নতুন নেতৃত্বের নাম ঘোষণা শোনার অপেক্ষায় থাকা কাউন্সিলের অনেকেই এ ঘোষণায় বিস্মিত হয়ে পড়ে। রাত সাড়ে দশটায় নাট্যমঞ্চে সব নেতা-কর্মী, কাউন্সিলরদের বের করে দিয়ে নির্বাচন শুরু হয়। সাংবাদিকদেরও ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। রাজশাহী বিভাগের কাউন্সিলররা প্রথম ভোট দেয়। ভোট গ্রহণের সময়ে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সুলতান মোহাম্মদ মুনসুর, ড. আওলাদ হোসেন, অসীম কুমার উকিল, এনামুল হক শামীম, ইকবালুর রহিম, ইসহাক

'পরীক্ষার তিন-চার মাস আগেই সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের লেখাপড়া করতে হবে। ভালোভাবে পাস করতে হবে। বেশি করে বই পড়তে হবে। বই পড়া ছাড়া বড় মনের মানুষ হওয়া যায় না'

শেখ হাসিনা

আলী খান পান্না, পংকজ দেবনাথ, শাহ আলম, শফি আহমেদ, নির্মল গোস্বামী।

রাত বারোটার দিকে নাট্যমঞ্চে আসেন ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, কাউন্সিলরদের ভোটে ছাত্রলীগের নেতা নির্বাচন হওয়ায় খুব ভালো হয়েছে। এতে দেশের গণতন্ত্র সুসংহত হবে। মূল দলে অর্থাৎ আওয়ামী লীগে এভাবে নেতা নির্বাচন সম্ভব কি না– এ প্রশ্নের জবাবে মেয়র হানিফ বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা নির্বাচিত হলে অবশ্যই ভালো হবে। আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন ২০০০কে বলেন, ভোটের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন খুবই ইতিবাচক দিক। খ. ম জাহাঙ্গীর বলেন, অবাধ নিরপেক্ষভাবে ভোট গ্রহণ করা হচ্ছে। নির্বাচনের সময় নাট্যমঞ্চে এসেছিলেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদ, আব্দুল জলিল। আব্দুল জলিল ২০০০কে বলেন, 'নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নির্বাচনকে আমরা সাধুবাদ জানিয়েছি। এটাই ছাত্রলীগের প্রথম নেতৃত্বের নির্বাচন।' উপস্থিত ছিলেন ও, কে কমিশনার চেয়ারম্যান ওবায়দুল কাদের, প্রচার সম্পাদক আব্দুল মান্নান। রাত চারটা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ চলে। সকালে ছয়টায় ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে সভাপতি পদে লিয়াকত শিকদার পেয়েছেন ১২০৪ ভোট। বাকি দশজন প্রার্থীর ভোট প্রাপ্তির অঙ্কের কোটা দুইয়ের ঘরে। সাধারণ সম্পাদক পদে নজরুল ইসলাম বাবু পেয়েছেন ৬০৯ ভোট। সাইফুজ্জামান শিখর ৩৮০ ভোট। আব্দুল ওয়াদুদ খোকন ১৫০ ভোট, মাযহার আনাম ১৪৪ ভোট, রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল কোতোয়াল পেয়েছেন ৯৬ ভোট। বাকিদের ভোট দুই অঙ্কের কোঠা উত্তরণ হয়নি।

নতুন নেতৃত্বের যাত্রা

ছাত্রলীগের পথ পরিক্রমায় বর্তমান সময় বেশ নাজুক। সারা দেশে এখন ছাত্রলীগের সাড়ে আট হাজার নেতা-কর্মী জেলে। পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনের পর ৪২ জন ছাত্রলীগ নেতা নিহত হয়েছেন। নব নির্বাচিত ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এখন জেলে। কবে তারা মুক্তি পাবেন, তার কোনো নির্ধারিত ক্ষণ নেই। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মাঠে নামছে আওয়ামী লীগ। নতুন নেতৃত্বকে প্রথমে নিতে হবে বড় চ্যালেঞ্জ।

ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব প্রসঙ্গে বিদায়ী সভাপতি বাহাদুর বেপারী ২০০০কে বলেন, আমি আশা করি ছাত্রলীগের গৌরবোজ্জ্বল যাত্রাকে নতুন নেতৃত্ব দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলবে। একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলনকে তারা শাণিত করবে। শেখ হাসিনার সাহসী সিদ্ধান্তের কারণে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব কাউন্সিলরদের ভোটে নির্বাচিত হলো। তিনি বলেন, খুবই সুশৃঙ্খল পরিবেশে ছাত্রলীগ কাউন্সিলররা ভোট দিয়েছে। সারাদিন অতিবাহিত করেছে। তাদের শৃঙ্খলাবোধ দেশের গণতন্ত্রকে সুসংহত করবে।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সুজিত রায় নন্দী ২০০০কে বলেন, ছাত্রলীগের কাউন্সিলের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। এ দেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় মাইল ফলক। পহেলা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গণতন্ত্র বন্দিদশার মধ্যে পড়েছে। শেখ হাসিনা দেশকে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ করার সংগ্রাম করছেন। তিনি গণতন্ত্রের চর্চাকে ছাত্রলীগ কাউন্সিলের মাধ্যমে উৎসাহিত করেছেন।

সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম বলেন, ছাত্রলীগ সম্মেলনের মধ্যে নতুন গতি পেয়েছে। সম্মেলন সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি। নতুন নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নব নির্বাচিত সভাপতি খুবই সাংগঠনিকভাবে দক্ষ ও সহনশীল। সাধারণ সম্পাদক বনেদী ঘরের ছেলে। আশা করি নতুন নেতৃত্ব ছাত্রলীগকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। 'বিগত কমিটির প্রকাশনা সম্পাদক সাইফুদ্দীন নাসির ২০০০কে বলেন, 'ছাত্রলীগ একটি নিভরশীল নেতৃত্ব পেয়েছে। যারা আগামীতে ছাত্রলীগকে বেগবান করতে পারবে। চলমান আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে।'

গত ৭ বছর ধরে ছাত্রলীগের ১৭টি জেলায় কমিটি নেই। মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিগুলোর। সারা দেশে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা হয়রানি, নির্যাতনের শিকার। এ অবস্থায় নতুন নেতৃত্বকে নিতে হচ্ছে কঠিন এক চ্যালেঞ্জ।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**